২০২৬ বিশ্বকাপে ইতিহাসের সর্বোচ্চ প্রাইজমানি অনুমোদন ফিফার

সংগৃহীত ছবি

সারাংশ:

দলের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ড অঙ্কের প্রাইজমানি ঘোষণা করেছে ফিফা। ৪৮ দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ২০২৬ বিশ্বকাপে মোট পুরস্কার তহবিল ধরা হয়েছে ৬৫৫ মিলিয়ন ডলার, যা আগের আসরের তুলনায় প্রায় ৫০ শতাংশ বেশি।

ফিফা বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় পরিসরের আসর হতে যাচ্ছে ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ। এবারে প্রথমবারের মতো ৪৮টি দল অংশ নিচ্ছে, আর সেই সঙ্গে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে প্রাইজমানির অঙ্ক।

বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) বিশ্বকাপ সামনে রেখে মোট পুরস্কার বাজেট চূড়ান্ত করেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা।

এই আসরের জন্য ফিফা অনুমোদন দিয়েছে মোট ৬৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৭ হাজার ৯৯৮ কোটি ৯৩ লাখ টাকা। তুলনামূলকভাবে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের তুলনায় এবারের বাজেট প্রায় অর্ধেকেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন দল এবার পাবে ৫০ মিলিয়ন ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৬১০ কোটি ৬০ লাখ টাকা। আগের বিশ্বকাপে শিরোপাজয়ী আর্জেন্টিনা পেয়েছিল প্রায় ৫১২ কোটি টাকা। রানার্সআপ দলের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে প্রায় ৪০২ কোটি টাকা।

তৃতীয় স্থানে থাকা দল পাবে আনুমানিক ৩৫৪ কোটি টাকা, আর চতুর্থ স্থানের দল পাবে প্রায় ৩২৯ কোটি টাকা।

নকআউট পর্বে বাদ পড়া দলগুলোর জন্যও রয়েছে উল্লেখযোগ্য আর্থিক পুরস্কার। কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বাদ পড়া প্রতিটি দল পাবে প্রায় ২৩২ কোটি টাকা। শেষ ষোলোতে বিদায় নেওয়া দল পাবে আনুমানিক ১৮৩ কোটি টাকা। নতুন সংযোজিত রাউন্ড অব ৩২ থেকে বাদ পড়া দল পাবে প্রায় ১৩৪ কোটি টাকা।গ্রুপ পর্বেই বিদায় নেওয়া দলগুলোর জন্য বরাদ্দ থাকবে প্রায় ১০৯ কোটি টাকা

এ ছাড়া অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দল প্রস্তুতি সহায়তা হিসেবে পাবে প্রায় ১৮ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে, বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া প্রতিটি দলের পকেটে ন্যূনতম প্রায় ১২৮ কোটি টাকা নিশ্চিতভাবে যাবে।

উল্লেখ্য, ২৩তম ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল আগামী বছরের ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত যৌথভাবে আয়োজন করবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো।